গাংনীতে এলজিইডির হিসাবরক্ষকের বিরুদ্ধে ঘুষ ও অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) অফিসের হিসাবরক্ষক মোঃ আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে ঠিকাদারদের কাছ থেকে বিল ছাড়ের নামে কমিশন নেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

উন্নয়ন কাজের বিল দ্রুত প্রস্তুত ও ছাড় করে দেওয়ার বিনিময়ে তিনি ১ থেকে ২ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ আদায় করেন বলে ভুক্তভোগী ঠিকাদাররা দাবি করেছেন। এতে অনেক ঠিকাদার একপ্রকার জিম্মি হয়ে পড়েছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক ঠিকাদার অভিযোগ করে বলেন, নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় বিল জমা দিলেও নানা অজুহাতে ফাইল আটকে রাখা হয়। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী কমিশন দিলে দ্রুত বিল তৈরি হয়ে যায়। সরকারি নিয়ম মেনে কাজ শেষ করার পরও বিলের জন্য অফিসে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হতে হয়। টাকা দিলে কাজের গতি বাড়ে, না দিলে তৈরি করা হয় নানা জটিলতা।

এছাড়া ওই হিসাবরক্ষকের বিরুদ্ধে নিয়মিত অফিস ফাঁকি, কর্মস্থলে অনুপস্থিতি ও দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগও রয়েছে। ঠিকাদারদের দাবি, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র শতভাগ ঠিক থাকার পরও বিল নিষ্পত্তিতে তাঁদের অযথা হয়রানির শিকার হতে হয়।

স্থানীয় কয়েকজন ঠিকাদার অভিযোগ করেন, আসাদুজ্জামান স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ায় নিজের প্রভাব খাটিয়ে অফিসে একচ্ছত্র আধিপত্য তৈরি করেছেন। এমনকি তিনি উপজেলা প্রকৌশলীর নির্দেশনাকেও তোয়াক্কা করেন না। তাঁদের ভাষায়, অফিসে যেন এক ধরনের রামরাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পান না, কারণ প্রতিবাদ করলে ভবিষ্যতে আরও বড় হয়রানির শিকার হতে হবে।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে হিসাবরক্ষক মোঃ আসাদুজ্জামানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সুনির্দিষ্ট কোনো জবাব না দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পারলে আমাকে বদলি করে দেন।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান বলেন, আসাদুজ্জামানকে নিয়ে আমিও বড় বিপদে আছি। সব কথা ইচ্ছে থাকলেও বলতে পারি না।

স্থানীয় সচেতন মহল ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের দাবি, সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে গাংনী এলজিইডি অফিসের এই অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দ্রুত একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

মেহেরপুরে ঠিকাদারদের নিয়ে এলজিইডি’র কর্মশালা

মেহেরপুরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)’র ঠিকাদারদের নিয়ে জাতীয় দরদাতাদের ডাটাবেসের উপর দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আাজ মঙ্গলবার (৯ জুলাই) পৌর কমিউনিটি সেন্টারে মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা দুই জেলার দরদাতাদের নিয়ে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)’র আয়োজনে ও ডেভলপমেন্ট ডিজাইন এন্ড কনস্ট্রাকশন (ডিডিসি)’র সহযোগিতায় কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন প্রকিউভমেন্ট ডিপার্টমেন্টের নির্বাহী প্রকৌশলী সোনিয়া নওরীন।

এসময় তিনি বলেন, সরকারী ক্রয় ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি ইজিপি সিস্টেমে ন্যাশনাল টেন্ডারার্স ডেটাবেস (এনটিডিবি) মডিউল অন্তর্ভুক্ত করেছে। যা দরপত্রে অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা এবং চুক্তি বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত সনদপত্রের পুনরাবৃত্তিমূলক যাচাই এড়ানো সহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, দরদাতাগণের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার সনদসমূহ

ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা এবং যাচাই করা হলে, সেগুলি ই-জিপি সিস্টেমে অনলাইনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে যাতে ঠিকাদারদের সারা দেশে বিভিন্ন সংস্থার কাছে বারবার অভিজ্ঞতার রেকর্ড জমা দিতে না হয়।

ডিডিসি সদস্য মাহাথির মহিউদ্দীনের সঞ্চালনায় এ সময় মেহেরপুর নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শাখাওয়াত হোসেন, চুয়াডাঙ্গা নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ডিডিসি এর আই সিটি ডিভিশনের প্রধান মোঃ জিয়াউর রহমান, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আমাম হোসেন মিলুসহ এলজিইডির দুই জেলার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ এলজিইডি’র রাস্তার কার্পেটিং কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ছালাভরা থেকে পান্নাতলা এলজিইডির রাস্তা নির্মাণে নজিরবিহীন অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। নিম্নমাণের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার ও বিটুমিন পরিমাণে কম দেওয়া হচ্ছে। সিডিউল অনুযায়ী কোনো কাজ হচ্ছে না। রাস্তার কার্পেটিং কাজ শেষ না হতেই রাস্তার বিভিন্ন স্থানে কার্পেটিং উঠে ও রাস্তা দেবে গেছে।

কিন্তু এ ব্যাপারে উদাসীন রয়েছেন কালীগঞ্জ এলজিইডি প্রকৌশলী আবুল কালাম আজাদ। এসব কারণে রাস্তা নিয়ে কয়েক গ্রামের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। উপজেলার সুন্দরপুর-দূর্গাপুর ইউনিয়নের ছালাভরা থেকে পান্নাতলা বাজার পর্যন্ত ২হাজার ৮শ ৫০ মিটার রাস্তার কাজের মুল্য ধরা হয়েছে ২ কোটি ৯লক্ষ ৫শ ৫টাকা। রাস্তায় নিম্নমানের বিটুমিন দিয়ে কার্পেটিং কাজ করা হচ্ছে। তাছাড়া রাস্তায় পিচ ঢালার পূর্বে ভালোভাবে পরিস্কার করা হচ্ছে না, মাটির উপরেই পিচ ঢেলে রুলার করা হচ্ছে।

জানা গেছে, বরেন্দ্র ইন্টারন্যাশনাল নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজটি করছেন রুনু কাজী নামের এক প্রভাবশালী ঠিকাদার। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, কাঁদা-মাটি পড়ে রাস্তায় খোয়ার অস্তিত্ব প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। তারপরেও গত কয়েকদিন পূর্ব থেকে রাস্তা ভাল ভাবে পরিস্কার না করে তার ওপর কার্পেটিং কাজ শুরু করা হয়েছে। এতে রাস্তার কার্পেটিং কাজে অনিয়মের অভিযোগ তোলে এলাকাবাসি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যাক্তি জানান, আমরা প্রতিবাদ করলে আমাদের বিভিন্ন ভাবে হুমকি-ধামকি দেওয়া হচ্ছে। যে কারণে নিম্নমাণের কাজ হলেও তারা আর কোনো প্রতিবাদ করতে সাহস পাচ্ছেন না।

এলাকাবাসিরা আরো জানান, কার্পেটিংয়ে নিম্নমাণের বিটুমিন ব্যবহার, পিচ পাথর পরিমানে কম দেওয়া ও রাস্তা ভালো ভাবে পরিস্কার না করে মাটির উপরেই পিচ ঢেলে রুলার করা হচ্ছে। যেকারণে কার্পেটিং কাজের পরের দিন থেকেই কার্পেটিং উঠে যাচ্ছে। ফলে এই রাস্তা নিয়ে এলাকাবাসির যে স্বপ্ন ছিল, তা ঠিকাদারের নিম্নমাণের কাজের জন্য সেই স্বপ্ন বিলীন হতে চলেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা আরো বলেন, কাজে ব্যাপক ঘাপলা হচ্ছে।

কাজটি নিন্মমানের হচ্ছে এই বিষয়ে জানতে চাইলে ঠিকাদার রুনু কাজী জানান, কাজটি নিন্মমানের হচ্ছে কিভাবে আপনি আমার সাথে এসে দেখা করেন সাক্ষাতে কথা বলেন। আর কাজটি নিন্মমানের হচ্ছে না। আপনি আমার কাছে আর ফোন দিবেননা। আপনারা ফাজলমি শুরু করেছেন তাইনা? ফাজলামি করতে করতে জায়গা আর থোননি না ? তিনি হুমকি স্বরুপ বলেন আমি কালীগঞ্জে আসছি কালীগঞ্জে এসে সাক্ষাতে আপনার সাথে কথা হবে আপনার অফিসে।

রাস্তা পরিস্কার না করেই মাটির উপরে পিচ ঢালছে এমন কথার উত্তরে কালীগঞ্জ উপজেলা (এলজিইডি) প্রকৌশলী আবুল কালাম আজাদ বলেন, আমি ওখান থেকে আসলাম আমি জানি ওখানে কি হচ্ছে? রাস্তা পরিস্কার করে পিচ ঢালছে। তবে হ্যাঁ মাটির উপরে একটু পড়তে পারে তবে পরিস্কার করে ফেলিয়ে দিবে। এখন যদি ঢালাও ভাবে বলেন তাহলে শুনতে খারাপ শোনা য়ায়।

আলমডাঙ্গা এলজিইডির গ্রামীণ সড়কে ৩০ হাজার তাল বীজ রোপন

আলমডাঙ্গায় বজ্রপাত ঠেকাতে ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে ৩০ হাজার তাল বীজ রোপণ করা হয়েছে।

উপজেলা প্রকৌশল (এলজিইডি)র উদ্যোগে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে বজ্রপাত প্রতিরোধে এই তালগাছ রোপণ করা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন সড়কের দৃষ্টিনন্দন হবে, অন্যদিকে স্থানীয়রা এ থেকে নানা সুবিধা ভোগ করবে।

উপজেলা প্রকৌশল সূত্রে জানাযায়, বজ্রপাতের হটস্পট এলাকা উপজেলার আলমডাঙ্গা-সরোজগঞ্জ সড়কে ৭ হাজার, বেলগাছি-ঘোষবিলা সড়কে ৫ হাজার, ডাউকি-পাচলিয়া সড়কে ৪ হাজার, ঘোলদাড়ি-সরোজগঞ্জ সড়কে ৫ হাজার, ফরিদপুর-ডামোশ সড়কে ২ হাজার, গোবিন্দপুর-কাশিপুর সড়কে ৩ হাজার, বন্ডবিল-মিরপুর সড়কে ৩ হাজার ও জুগিরহুদা ও মাজহাট সড়কে ১ হাজারসহ মোট ৩০ হাজার তাল বীজ রোপন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে আলমডাঙ্গা-সরোজগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের দুই পাশে সারি সারি তালগাছ বীজ রোপণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। এই বীজ থেকে চারা রোপণের পরে গরু-ছাগলের হাত থেকে রক্ষায় চারদিকে বাঁশের খুঁটি ও জাল দিয়ে বেড়া দেওয়া হবে।

স্থানীয়রা জানান, রোপনকৃত বীজ থেকে চারা জন্মানোর পর অযত্নে গাছ গুলো মারা যায়। তবে পর্যায়ক্রমে উপজেলায় ব্যাপক ভাবে তাল বীজ রোপনে এটি মহৎ উদ্যোগ। তালগাছের চারা রোপণ করায় আমরা খুশি। এই গাছ বড় হলে আমরা বজ্রপাত থেকে রক্ষা পাবো। সেই সঙ্গে তালগাছ থেকে তাল ও রস পাবো। এর ছায়ায় আমরা বিশ্রাম নিতে পারবো। পাখিরা নিরাপদ আশ্রয় পাবে। এলাকায় সুন্দর পরিবেশ তৈরি হবে।

এ বিষয়ে জেলা প্রকৌশল (এলজিইডি) কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম বলেন, এ উপজেলায় বিগত দিনে বজ্রপাতে অনেক কৃষকসহ সাধারণ মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। সরকারি নির্দেশনায় গ্রামীণ সড়কের দুই পাশে তাল বীজ রোপন করা হয়েছে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা

প্রকৌশলী (এলজিইডি) আরিফউদ্দৌলা, উপ-সহকারী প্রকৌশলী এমএ সামাদ, সাব এ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার লিয়াকত আলি। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কার্যসহকারী সোহরাব উদ্দীন, ওয়ারেশ আলি, এমএলএস আবু জাফর, কমিউনিটি অর্গানাইজার হারুন অর রশীদ, সুপার ভাইজার আব্দুর রাজ্জাক,আব্দুর রহিম, মোশারেফ হোসেন, রেহেনাজুন্নুরাইন, সাগরী ও রজনী।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে ৪০ লাখ খেজুর বীজ রোপন করা হয়েছে।

মেহেরপুর এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী আছাদুজ্জামান আর নেই

মেহেরপুর এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মো: আছাদুজ্জামান (৫৭) কর্মস্থলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ বুধবার দুপুর ২ টার দিকে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

খবর পেয়ে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানসহ জেলা উর্ধতন কর্মকর্তারা হাসপাতালে ছুটি গিয়েছেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের সুপারিন্টেডেন্ট জমির মো: হাসিবুস সাত্তার জানান, হাসপাতালে নেওয়ার পর তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় পালস কাজ করছিলো না। হাসপাতালে পৌছানোর আগেই তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেছেন।

এদিকে, বিকাল পৌনে চারটার দিকে হাসপাতাল থেকে তাঁর মরদেহ ঝিনাইদহের শৌলকুপাতে নেওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে।

মো: আছাদুজ্জামান মেহেরপুর এলজিইডিতে ২০১৮ সালের ১০ নভেম্বর নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন।

হরিনাকুন্ডুর গ্রামীণ রাস্তার বেহাল দশা, ভোগান্তিতে লক্ষাধিক মানুষ

সংস্কারের অভাবে ঝিনাইদহের হরিনাকুন্ডু উপজেলার অধিকাংশ গ্রামীন পাকারাস্তার অবস্থা এখন বেহাল দশা। এসব রাস্তায় মানুষ থেকে শুরু করে গাড়ী ঘোড়া চলাচলে জনদূর্ভোগ চরম আকার ধারন করেছে।

সমস্ত রাস্তার ছাল চামড়া উঠে খানা গর্তে পরিনিত হওয়াই চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাগুলোর বেহাল দশা থাকলেও সে দিকে কোন দৃষ্টি নেই কর্তৃপক্ষের।

সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, ১ নং ভায়না ইউনিয়নের রাস্তাঘাটের বেহাল দশা। লক্ষীপুর থেকে দোবিলা পর্যন্ত ও জোড়াদাহ বাজার হতে বাগআচড়া যাওয়ার রাস্তায় পিচ চোখে পড়ে কদাচিৎ। এসব রাস্তা অসংখ্য খানাখন্দে ভরে গিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে।

হরিনাকুন্ডুর হলবাজার থেকে জোড়াদাহ বাজার পর্যন্ত প্রায় দশ কি.মি সড়ক যান চলাচলের একদমই অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। রাস্তাটি লালন সড়ক নামে পরিচিত। নিয়মিত অফিস আদালতে যাতায়াত, পন্য পরিবহন, এ্যাম্বুলেন্স সেবাসহ নানাবিধ সেবা পেতে মুলত এই রাস্তাটি ব্যবহার করেই ভায়না, জোড়াদাহ, তাহেরহুদা ও ফলসী ইউনিয়নের বাসিন্দারা হরিনাকুন্ডু উপজেলা শহর ও জেলা শহরে যাতায়াত করে। রাস্তাটির বেহাল দশায় চরম দূর্ভোগে পড়েছেন এই চার ইউনিয়ন পরিষদের লক্ষাধিক মানুষ।

২ নং জোড়াদাহ ইউনিয়নের ভেড়াখালী বাজার হতে ভবানীপুর হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তার ইট উঠে গিয়ে খানাখন্দে ভরে গেছে। ভেড়াখালী বাজার হতে জটারখাল ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তারও বেহাল দশা। জোড়াদাহ বাজার হতে হরিশপুরের ভেতর দিয়ে সাতব্রীজ যাওয়ার রাস্তার পিচ উঠি গিয়ে জায়গায় জায়গায় গর্ত হয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে যান চলাচলের। তাহেরহুদা ইউনিয়নের রামনগর বটতলা হতে ইউনিয়ন পরিষদগামী পিচের রাস্তা ক্ষত-বিক্ষত,খানাখন্দে ভরা।

একই অবস্থা ফলসী ইউনিয়নের হরিনাকুন্ডু হলবাজার থেকে চুলকানি বাজার পর্যন্ত রাস্তা, রিশখালী বটতলা থেকে হিঙ্গেরপাড়া, রিশখালী বাজার থেকে গবরাপাড়া, রিশখালী স্কুল থেকে সোনাতনপুর, হরিনাকুন্ডু হাসপাতাল মোড় থেকে ভূইয়াপাড়া, সোনাতন পুর থেকে ডাকবাংলা বাজার, বৈাডাঙ্গা বাজার থেকে ভাতুড়িয়া বটতলা, ভাতুড়িয়া বাজার থেকে ভালকির রাস্তা, শাখারীদহ বাজার হতে চাদপুর ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা।

এ সমস্ত গুরুত্বপুর্ণ রাস্তায় চলাচলের পরিবেশ হারিয়ে পড়েছে। ফলে প্রতিদিন হাজার ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে সাধারন মানুষের। এ সমস্ত রাস্তায় যানবাহন চলাচল তো দূরের কথা, হেঁটে চলাচল করতে কষ্ট হয়।

এরপরও রাস্তা দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করার ফলে প্রায় সময়ই দুর্ঘটনা ঘটছে।

এইসব রাস্তাতে যাত্রী পরিবহণ ছাড়াও মুমূর্ষু রোগী নিয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে বলে জানা যায়।

জোড়াদাহের বাসিন্দা আলতাফ হোসেন বলেন, রাস্তা খারাপ হওয়ায় রোগী নিয়ে হাসপাতালে যেতে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়। অনেক সময় তাড়াতাড়ি হাসপাতালে যেতে না পারায় রোগীর মৃত্যু ঘটে।

যানবাহন চালকরা জানান, এইসব রাস্তাগুলোতে বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ছোট-বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এইসব রাস্তা দিয়ে কৃষিপণ্য নিয়ে চলাচলের সময় নসিমন, করিমন, গরুরগাড়ী, অটো ভ্যানসহ যানবাহন গুলো প্রায়ই উল্টে যায়। আবার কখনো কখনো গাড়ির ঝুরো ভেঙ্গে যাত্রীরা আহত হন।

হরিনাকুন্ডু উপজেলার ঘুরে দেখা গেছে গ্রামীণ জনপদের রাস্তা গুলোর করুন দশা হলেও দেখার কেউ নেই।

জনপ্রতিনিধিদের আশার বাণী থাকলেও কোনো পদক্ষেপ দেখছেন না এলাকাবাসি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকেই এই প্রতিবেদককে বলেন, আমার তাদের নিকট খেতে চাইনি অথচ আমাদের রাস্তাগুলো তো একটু চলাচলের উপযুক্ত করে দেবে।

এ ব্যাপারে হরিনাকুন্ডু থানা ইঞ্জিনিয়ার জনাব মোঃ রাকিব হাসান এর নিকট মোবাইল ফোনে জানতে চাইলে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে